



224152 - পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে ক্বরীত উচ্চস্বরতে ও চুপেচুপে পড়ার দলিল-প্রমাণ

প্রশ্ন

যতোহররে নামায ও আসররে নামাযে ক্বরীত চুপে চুপে পড়া, আর ফজর, মাগরবি ও এশার নামাযে উচ্চস্বরতে পড়ার সপক্ষে কুরআন-সুন্নাহর কী দলিল রয়েছে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

তোমার এই উচ্চাকাঙ্খার জন্য আমরা তোমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং এই বয়সে কুরআন-সুন্নাহর দলিল জানার আগ্রহ দেখে আমরা প্রীত হচ্ছি। আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করছি তিনি যেন, তোমাকে কাজে লাগান।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুকরণ ও অনুসরণ করার নির্দেশে দিয়েছেন। তিনি বলেন: "তোমাদের জন্য তথা যে ব্যক্তি আল্লাহকে ও আখরিতকে ভয় করে এবং আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করে তার জন্য রাসূলের মাঝে রয়েছে উত্তম আদর্শ।" [সূরা আহযাব, আয়াত: ২১]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "তোমরা আমাকে যত্নে নামায পড়তে দেখে সত্নে নামায পড়"। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফজররে নামাযে, মাগরবি ও এশার নামাযের প্রথম দুই রাকাতে শব্দ করে তলোওয়াত করতেন। আর বাকী নামাযে চুপে চুপে তলোওয়াত করতেন।

উচ্চস্বরতে তলোওয়াত করার দলিলসমূহের মধ্যে রয়েছে:

জুবাইর বনি মুতয়মি (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: "আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মাগরবিরে নামাযে (সূরা) "তূর" তলোওয়াত করতে শুনছি।" [সহিহ বুখারী (৭৩৫) ও সহিহ মুসলিম (৪৬৩)]

আল-বারা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: "আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এশার নামাযে "ওয়াত ত্বীন ওয়ায যাইতুন" পড়তে শুনছি। আমি তাঁর চোখে সুন্দর কণ্ঠেরে তলোওয়াত শুনিনি।" [সহিহ বুখারী (৭৩৩) ও সহিহ মুসলিম (৪৬৪)]

জ্বনিদের উপস্থিতি হওয়া ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে কুরআন শূনা প্রসঙ্গে ইবনে আব্বাস (রাঃ)



কর্তৃক বর্ণিত হাদিস। সবে হাদিসে রয়েছে: "তিনি তাঁর সাহাবীদেরকে নিয়ে ফজরের নামায আদায় করছিলেন। যখন তাদের কানে কুরআন পৌঁছল তখন তারা মনোযোগ দিয়ে কুরআন শুনল।"[সহিহ বুখারী (৭৩৯) ও সহিহ মুসলিম (৪৪৯)]

এ হাদিসগুলো প্রমাণ করে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উচ্চস্বরে তলোওয়াত করতেন যত্ন করে উপস্থিতি লোকেরো শুনতে পায়।

আর যোহর ও আসরের নামাযে চুপে চুপে তলোওয়াত করার সপক্ষে প্রমাণ হচ্ছে:

খাব্বাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, এক লোক তাকে জিজ্ঞেসে করল: “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি যোহর ও আসরের নামাযে কবরীত পড়তেন? তিনি বলেন: হ্যাঁ। আমরা বললাম: আপনারা সটো কভিবে জানতেন? তিনি বলেন: তাঁর দাঁড়ি নড়াচড়া দেখে।"[সহিহ বুখারী (৭১৩)]

সুতরাং এর মাধ্যমে পরিস্কার হয়ে গলে যে, উচ্চস্বরে তলোওয়াত করার নামাযগুলোতে উচ্চস্বরে তলোওয়াত করা এবং চুপচুপে তলোওয়াত করার নামাযগুলোতে চুপচুপে তলোওয়াত করা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ (আদর্শ) এবং গোটা মুসলিম উম্মাহ এ ব্যাপারে একমত।

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: "তিনি প্রত্যেক নামাযে তলোওয়াত করতেন। তিনি যে নামাযগুলোতে আমাদেরকে শুনিয়ে তলোওয়াত করতেন সে সব নামাযে আমরাও তোমাদেরকে শুনিয়ে তলোওয়াত করি। আর তিনি যে সব নামাযে আমাদেরকে না শুনিয়ে তলোওয়াত করতেন সে সব নামাযে আমরাও তোমাদেরকে না শুনিয়ে তলোওয়াত করি।"[সহিহ বুখারী (৭৩৮) ও সহিহ মুসলিম (৩৯৬)]

ইমাম নবী বলেন: “সুন্নাহ হচ্ছে—ফজর, মাগরিব ও এশার দুই রাকাতে এবং জুমার নামাযে উচ্চস্বরে তলোওয়াত করা। আর যোহর ও আসরের নামাযে এবং মাগরিবের তৃতীয় রাকাতে এবং এশার তৃতীয় ও চতুর্থ রাকাতে চুপচুপে তলোওয়াত করা। সুস্পষ্ট সহিহ হাদিসের সাথে মুসলিম উম্মাহর ইজমার ভিত্তিতে এসব বর্ধান সাব্যস্ত।”[আল-মাজমু (৩/৩৮৯) থেকে সমাপ্ত]

ইবনে কুদামা (রহঃ) বলেন:

“যোহর ও আসরের নামাযে চুপচুপে তলোওয়াত করবে। মাগরিব ও এশার নামাযের প্রথম দুই রাকাতে এবং ফজরের নামাযের সব রাকাতে উচ্চস্বরে তলোওয়াত করবে...। এর দলিল হচ্ছে—নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আমল। এটা পূর্ববর্তীদের কাছ থেকে পরবর্তীদের প্রচারের মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়েছে। অতএব, কউে যদি চুপচুপে পড়ার নামাযে উচ্চস্বরে তলোওয়াত করে কথিবা উচ্চস্বরে তলোওয়াত করার নামাযে চুপচুপে পড়ে তাহলে সে সুন্নাহর খলিফ করল। কিন্তু তার নামায শুদ্ধ হবে।”[আল-মুগনি (২/২৭০) থেকে সমাপ্ত]



আরও বেশি জানতে পড়ুন: [13340](#) নং, [65877](#) নং ও [67672](#) নং প্রশ্নোত্তর।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।